দৈনিক ইত্তেফাক

52

তারিখ 16 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হইয়াছে। উদ্বোধনী অভিভাষণে ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী বলিয়াছেন, সন্ত্রাস এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতাই এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা। সন্ত্রাসের জন্য অনেকে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতিকে দায়ী করিয়াছেন। তবে, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

অধিবেশন শুরু

(প্রথম পৃঃ পর)

গতকাল অপরাহ্ণে সাড়ে ৩টায় জাতীয় সঙ্গীত, কোরআন তেলাওয়াত, বাইবেল, ত্রিপিটক ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়া সিনেট কক্ষে এই অধিবেশন শুরুর পর ১০ জন প্রয়াত শিক্ষক, ছাত্রনেতা পার্থ ও রণেশ দাসগুপ্তের স্মরণে শোক প্রকাশ করা হয়। ভিসি'র অভিভাষণকালে ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এবং ছাত্র ফেডারেশন বর্ধিত ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফি পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবীতে পৃথকভাবে সিনেটরদের নিকট স্মারকলিপি দেয়। এই চারটি ছাত্র সংগঠন মিছিলসহ রেজিষ্টার বিল্ডিং-এর নিকট পৌঁছিলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে প্রক্টর ডঃ একেএম নূর উন নবী ভিসি'র পক্ষ হইতে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

ভিসি আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সীমাবদ্ধতা দূর করিতে সরকার আগাইয়া আসিয়াছেন। বহু যুগ পর আমরাও ছাত্রবেতন, সীট ভাড়া ও অন্যান্য ফিস কিছু বাড়াইয়া, গ্রীন সুপার মার্কেট ও কাঁটাবন মার্কেট হইতে ভাড়া আদায় ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর প্রচেষ্টাকে জোরদার করিতেছি। সিনেটে ভিসি প্রস্তাব করেন যে, ছাত্র ভর্তি হইবে কেবল মেধার ভিত্তিতে, তবে ফিস চার্জ করা হইবে অভিভাবকদের আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া। মেধাবী অথচ গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়াইয়া ধনী ও সচ্ছল পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের ফিস প্রকৃত ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার অর্থায়ন সম্ভব। এখানেও প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্য। ভিসি বলেন, ১০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হইতেছে। তিনি বলেন, জ্ঞানের জগতে বিস্ফোরণের কারণে ৩ বছরের অনার্স কোর্স ৪ বছরের ইন্টিগ্রেটেড অনার্স ডিগ্রীতে উন্নীত করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হইয়াছে সেমিষ্টার ও কোর্স পদ্ধতি। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কলা অনুষদের সকল বিভাগে বাংলা ও ইংরেজী ভাষাকে আবশ্যিক করা হইয়াছে। অভিভাষণের উপর বক্তব্য রাখেন বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী খ. ম. জাহাঙ্গীর, প্রফেসর ম. আখতারুজ্জামান, প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর ইউসুফ হায়দার, প্রফেসর শাহাদত আলী, প্রফেসর সাদ উদ্দিন, ডঃ আলী আশরাফ, ডঃ হোসেন মনসুর, প্রফেসর নূরুল আমিন ব্যাপারী, এডভোকেট ওজায়ের ফারুক, হাবিবুর রহমান খান, আজিজুল ইসলাম ভুইয়া, ইসমত কাদির গামা প্রমুখ। খ. ম. জাহাঙ্গীর মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি ও অভিভাবকদের আয়ের ভিত্তিতে বেতন নেওয়ার ব্যাপারে ভিসির প্রস্তাব সমর্থন করেন। শাহাদত আলী বলেন, ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাসের জন্য দায়ী নয়। ইহার জন্য পূর্বেকার সামরিক শাসকরা দায়ী। আবদুল মান্নান চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের দাবী জানান। ইউসুফ হায়দার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষকদের বাসস্থান সমস্যা সমাধানের দাবী করেন। নূরুল আমিন ব্যাপারী বলেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসের পিছনে মদদ বন্ধ হইলে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস বন্ধ হইবে। হাবিবুর রহমান খান রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্লাব বা অফিস তৈরীর দাবী করেন। ইসমত কাদির গামা টিএসসি'র সম্মুখস্থ খাবার দোকান 'ভাস' তুলিয়া দেওয়ার দাবী করেন।

রাত ৮টায় ভিসি আজ (মঙ্গলবার) অপরাহ্ণে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত সিনেট অধিবেশন মুলতবী করেন। আজ সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পেশ করা হইবে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের অধিবেশনে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়। দেশের সংবিধানের আওতায় বর্তমান শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়া সরকার ও সরকার প্রধান যে রাষ্ট্র নায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য। এই চুক্তি সম্পাদন করায় দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হইয়াছে। এই চুক্তি ও এতদসংক্রান্ত আইন পাশ করিয়া সরকার এই পার্বত্য এলাকাকে দেশের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করিয়াছে।